দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

প্রায়শঃ শ্লোগান শোনা যায় যে, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' 'সবার জন্য শিক্ষা' 'শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার' ইত্যাদি। কিন্তু শিক্ষার গূঢ়ার্থ অনুসন্ধানে সক্ষম খুব অল্পলোকই। বাংলাদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য যদিও বা জনগণকে ঝটপট সাক্ষর জনগোষ্ঠী রূপে গড়ে তোলা, শিক্ষার আদৎ লক্ষ্য যে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিত্বশালী জ্ঞানময় মানুষ গড়ে তোলা তা বরাবর উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। এর কারণ সম্ভবত রাজনৈতিক যা অস্থির ও কঠিন। আমাদের জাতীয়তার প্রশ্নটি এখনো রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে: ফলতঃ শিক্ষার সুস্পষ্ট কোন লক্ষ্য আজো স্থিরীকৃত হলো না। বুদ্ধিজীবীরা যদিও একটা মীমাংসার ফর্মুলা দান করে বলেছেন যে, 'আমরা ভাষিক, সাংস্কৃতিক, বংশানুক্রমিকভাবে বাঙালী আর রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে (বা নাগরিকতায়) বাংলাদেশী, তবু শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস কারিকুলাম দৃষ্টে মনে হয়- আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার স্থির কোন লক্ষ্যই নেই। ভালোভাবে উচ্চ নম্বরসহ পাস করা কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানবুদ্ধি পরীক্ষা করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, তারা লিখতে পড়তে জানলেও স্বদেশ ও স্বজাতির নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নির্দিষ্টরূপে কিছু শিখতে পায়নি। তাই শিক্ষা দানের আপাত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও সাক্ষর জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিত্বশালী প্রজ্ঞাময় মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্য পূরণের নিকটবর্তীও আমরা হচ্ছি না। অথচ শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পন্ন আত্মমর্যাদাশীল স্বনির্ভর মানুষ গড়ে তোলা চিরকালের বিশ্বজনীন লক্ষ্য- এ সত্য সর্বজনবিদিত।

গোড়ায় গলদ থাকলে যেমন সবকিছুই পন্ডশ্রম, তেমনি আমাদের শিক্ষা দানের তৎপরতা জাতির জন্য ব্যর্থ পরিহাস ভিন্ন আর কিছুই অর্জন করতে পারছে না। নিজের নামটিও শুদ্ধ করে লিখতে পারে না, পিতৃনামের বানান শুদ্ধি আশা করা যায় না- তাকেও এসএসসি পাসের সনদ দেয়া হয়েছে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত চার বছরে চার বোর্ডের অধীনে যে ন্যূনাধিক ৩০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষার্থী টাস্কফোর্স প্রণীত প্রশ্নব্যাংক মুখস্ত করে শুধু টিক চিহ্ন এঁকে পাশের দরজায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে ও হচ্ছে তারা তো দেশের সন্তান, জাতির অংশই। তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগ কোন আশার বাণীই শোনাতে পারেননি। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রশ্নব্যাংক থাকবে না, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেক বিষয়ে রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় পৃথকভাবে পাস করতে হবে এবং গোটা সিলেবাস থেকে প্রশ্ন করা হবে- এরূপ একটি সুগ্রিম ঘোষণা শুনিয়ে জাতিকে আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু মাঝখানের ৪ বছরের টিকচিহ্ন সর্বস্ব ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে নিশ্চুপ অভিব্যক্তি, নৈতিকতার কোন মানদণ্ড দ্বারা মাপা হবে ?

শিক্ষার্থী শিশু-কিশোররা বাস্তবজীবন থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। ওরা যা দেখে ও শুনে, যা চিন্তা করে ও বুঝতে পারে- তা দিয়েই তৈরি হয় ওদের (শিক্ষার্থীদের) মানস পরিমণ্ডল, স্বভাবধর্ম, চরিত্র। স্পেনের মাদ্রিদ শহর থেকে প্রচারিত একটি শিক্ষা বিষয়ক পোষ্টারে এ কথাগুলো স্থান পেয়েছিল। আমরা বাংলাদেশের প্রবীণ দায়িত্বশীল শিক্ষক অভিভাবক ও সরকার শিক্ষাদানের নামে যা দান বা বিক্রি করছি আর যা গোপনে সরিয়ে রাখছি- কোন কিছুই বাস্তব জীবনের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার নয়। কোমলমতি তরতাজা সবুজ প্রাণের শিশু-কিশোররা আমাদের অজান্তে কোন কঠিন শিক্ষাগ্রহণ করছে তা-কি আমরা কেউ জানতে ও বুঝতে চাই ? চাতুর্য বড়দের থাকলে ছোটদের থাকতে দোষ কি ? যুগের প্রয়োজনে ওদের চাতুর্য্যের ধার বেশী হতে বাধ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জাতির তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে যোগ্য কর্মী সৃষ্টি। কিন্তু ঐ প্রয়োজনটা আপেক্ষিক বিধায় দেশে দেশে শিক্ষাদানের তাগিদ ও উদ্দেশ্যের মাত্রাভেদ ঘটে থাকে। আর জাতীয়ভাবে কর্মসংস্থান অনুপাতে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যটা যদি ব্যারোমিটারের মতো বারবার উঠানামা করে তাহলে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ফলে অভ্যন্তরীণ তাগিদে বিচলন ঘটে। সে জন্য জাতির একটি স্থির লক্ষ্যাদর্শ থাকলে সুবিধে হয়।

সর্ববাদী সম্মত সত্য এই যে, শিক্ষার লক্ষ্য জাতির লক্ষ্যাদর্শের অনুরূপ এবং সর্বকালীক বিশ্বজনীন মানদণ্ডের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। আর প্রকৃত মানুষ তৈরি, সভ্যতা শোভন নাগরিক সৃষ্টি, সুযোগ্য-সুদক্ষ জনশক্তির উত্থান ঘটানোই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। তাহলে জাতির আপাত কর্মসংস্থান যাই থাক প্রকৃত শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত শক্তিমান মানুষ কোন সংকটেই হতাশ হবে না এবং আত্মশক্তিতে অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা সংকটমুক্তি ও জাতীয় উদ্ধারের পথে এগিয়ে যাবেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত, পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত জাপান উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের সামনেই রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত টিভি ড্রামা সিরিয়াল 'ওশিন' যারাই উপভোগ করেছেন তারাই আমার সাথে একমত হবেন যে, আত্মনির্ভরতার শিক্ষাই জাপানকে ক্রম উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে স্থাপন করেছে। দেশ ও জাতির প্রকৃত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি চাইলে শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে নতুন প্রজন্মের আত্মশক্তির উন্মেষ ও বিকাশ সাধন।

মরহুম মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য- ফল চাওয়া নয়, ফলতে চাওয়া, বাস্তব লাভ করা নয়, অন্তর বাহিরকে সুন্দর এবং শোভন করে গড়ে তোলা তার মতে, 'শিক্ষার কাজ হচ্ছে- সর্বপ্রকার সামর্থ্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়া, মানুষের সুপ্ত বৃত্তিগুলির উন্মেষ সাধন করা। তিনি বলেছেন, মানুষ শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা নিজেকে কিছুটা পরিবর্তন করে নেয়। পশুর কোন দায়িত্ব নেই, মানুষের দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব তার নিজেকে সৃষ্টি করার দায়িত্ব; আর নিজেকে সৃষ্টি করার যে পদ্ধতি- তাই হল শিক্ষা।

মরহুম মোতাহের চৌধুরীর এই বক্তব্যের সঙ্গে কোন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদের দ্বিমত পোষণের অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। মানুষ যে আশরাফুল মাখলুকাত- সর্বশ্রেষ্ঠ জীব তা প্রমাণিত সত্যে পরিণত করা সম্ভব কেবল শিক্ষার দ্বারাই। মানুষই আপন ভাগ্য নির্মাতা; স্রষ্টা ও আবিষ্কারক। আত্মশক্তির সন্ধান পেলে মানুষ আপন সাধনা বলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। অসম্ভবকে সম্ভবপর করতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা সেই মহতী উদ্দেশ্যের ধারে কাছেও নেই। তাই প্রতিবছর শিক্ষিত বেকার পাওয়া যাচ্ছে, দেশে বেকারত্বের অভিশাপ বাড়ছে, শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির কিংবা জাতির উদ্ধার মিলছে না। অথচ সব ছেলেমেয়ের মধ্যেই কিছু না কিছু শক্তি ও সামর্থ্য আছে; বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি আছে, বোধ-বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি আছে।

কিন্তু সেই শক্তিটা প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ আমরা সবাই জানি, 'জ্ঞানের সত্য সমাজে ঐক্য ঘটায় আর ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন-সম্পদ' বাস্তব জীবনে অর্থ-সমৃদ্ধির দ্বারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপায়, স্বরূপ যে শিক্ষা তার মোদ্দা কথাটা হলো- পরীক্ষা পাস। পাশের সনদ ভিন্ন চাকরি মিলে না, চাকরি ছাড়া সহজে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ ও ভোগ-উপভোগের উপায় নেই। সুতরাং "পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করা।". ছাত্র-ছাত্রীরা তাই করছে। আমাদের শিক্ষাসূচীতে সত্য সন্ধান, চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্ব অর্জন, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তিলাভ করবার কোন কিছুই নেই। উদ্ভাবন, সৃজন ও নির্মাণে উৎসাহিত হবার কিছু না পেলে স্বভাব-চপল চির জিজ্ঞাসু শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতীরা সহজপ্রাপ্য স্নেহ-ভালোবাসা ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের দিকেই ধাবিত হবে। তাই হচ্ছে ওরা। জাতিকে এই রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হলে আজ যা প্রয়োজন- তা হলো জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির করে তার সাথে শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি স্থায়ী ও যুগোপযুগী শিক্ষানীতি। নতুবা শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করেও জাতির কোন মঙ্গল সাধন হবে না।

প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার ব্যবধানের কারণ

শিক্ষানীতির স্থির কোন লক্ষ্য নেই

শেখ আবদুল জলিল

EDUCATION AND STATISTICS
SHEET — OF — SHEETS